Vol. 22 | No. 2 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হালহেডের ব্যাকরণে ছন্দঃপ্রকরণ

Volume	22
Issue	2
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল কাদির
Published online	June 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v22i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i2.2
Pages	109-116
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

হালহেডের ব্যাকরণে ছন্দঃপ্রকরণ

আবদুল কাদির

১৩৮০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যক বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকায় 'বাংলা ছন্দ-বিচারের ধারা' শিরোনামায় আমার একটি প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়; তার গোড়ার দিকে আমি বলেছিলাম :

> অতঃপর ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে নাথানিএল ব্রাসি হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) কর্তৃক ইংরেজীতে রচিত একখানি বাংলা ব্যাকরণ হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়; তাতেই প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণের আদর্শে বাংলা ছন্দ বিষয়ে একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়। তার প্রারম্ভে অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, তোটক প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত ছন্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়; তৎপর একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দের নমুনা পরিবেশন করা হয়।

আমার উক্ত ছন্দ-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর ডক্টর মোহম্মদ আবদুল কাইয়ুমের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারি যে, তাঁর কাছে হালহেডের (A Grammar of the Bengali Language) বইখানির ফটোস্টাট কপি আছে। আমি তখন তাঁকে সেই গ্রন্থের ছন্দঃপ্রকরণ (On Versification) অধ্যায়টি(১৯৬-২০৭ পৃ.) আমাকে দেখাতে বলেছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তবে আমি দেখে খুশি হয়েছি যে, তিনি ১৩৮৫ অগ্রহায়ণের 'বক্তব্য' পত্রিকায় সেই দুষ্প্রাপ্য পুস্তক-খানি মুদ্রণের কাহিনী বিবৃত করেছেন। আমি আশা করছি যে, তিনি ভবিষ্যতে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগীস্ ভাষায় প্রকাশিত পাদ্রী মনোএল দা আস্সুম্পসাউঁর 'বাংলা ও পোর্তুগীস ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ' (Vocabulio Em Idioma Bengala E Portuguez) থেকে ১৯৭২ ডিসেম্বরে প্রকাশিত ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' : সংশোধিত 'নবীন সংস্করণ' পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ রচনা ও মুদ্রণের ইতিবৃত্ত লিখবেন।

এ-প্রসঙ্গে শ্রীহরিহর শেঠ-প্রণীত 'পুরাতনী' (১৩৩৫) প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে :

> হুগলীতে বাঙ্গালার মধ্যে সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হইয়া উহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। উইলকিন্স (Sir Charles Wilkins) পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁহার সহকারী মনোহর দাসের সহায়তায় বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর খোদাই করিয়া ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান তাঁর 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা' (ভাদ্র, ১৩৭১) পুস্তকে লিখেছেন :

> ১৭৭৮ সালে হলহেড তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণটি হুগলীতে ছাপেন। চার্লস উইলকিন্সের তৈরী প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত এই বইটির বহু স্থানে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে বহুসংখ্যক উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। ...১৭৭৮ সালে এনড্রুজ নামক জনৈক পুস্তক-বিক্রেতা হুগলীতে বাংলার প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকেই হলহেডের ব্যাকরণটি ছাপা হয়।

হালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণেই ছন্দঃপ্রকরণ সর্বপ্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তিনি তাতে সংস্কৃত সমবৃত্ত গোত্রের অনুষ্টুপ, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতি জগতী, শর্করী ও অতি শর্করী ছন্দের রূপ এবং বাংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে গোড়াতেই বলেন যে, বাংলার সব ছন্দই সংস্কৃত থেকে উদ্‌গত হয়েছে এবং এগুলিকে Heroic Lyric এবং গীত বা Elegiac এই তিন গোত্রে বিভক্ত করা চলে। ইংরেজীতে Heroic measure (পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক) যেমন প্রধান ছন্দ এবং তার ভঙ্গী যেমন গদ্যাত্মক, বাঙ্গলাতেও 'পয়ার' (৮+৬ অক্ষরের অপূর্ণ-দ্বিপদী) তেমনই প্রধান ছন্দ এবং তার ভঙ্গীও গদ্যাত্মক। বাংলা পয়ারের প্রাকরণিক পরিচয় দিতে গিয়ে হালহেড বলেছেন :

> The Common heroic measure of the Bengalese is a distich consisting generally of 14 Syllables and have a trochaic accent ; as
>
> দুর্গা দুর্গপারা তুমি দুর্গতি-নাশিনী।
> গোকুল রাখিলা জয়া যশোদা-নন্দিনী ॥
>
> [কবিকঙ্কণ চণ্ডী : কলিঙ্গ-ভূপতি-কৃত স্তব]
>
> This species is called পয়ার। [P. 202.]

সংস্কৃত ছন্দে 'অক্ষর' অর্থে Syllable বুঝায় ; কিন্তু বাঙ্গলায় 'অক্ষর' সর্বত্র সিলেবল্ নয়, তা সাধারণতঃ 'হরফ' (Letter) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু হালহেড (১৭৫১-১৮৩০ খ্রী.) বাঙ্গলা অক্ষর অর্থে সিলেবল্ ধরে বলেছেন যে, পয়ারের পংক্তিতে সাধারণতঃ চৌদ্দ সিলেবল থাকে।

দু'টি ছন্দঃপংক্তি (metrical lines) নিয়ে একটি যুগ্মক (distich : Couplet) গঠিত হয়ে থাকে। যুগ্মকের প্রত্যেক ছন্দঃপংক্তিতে দু'টি যতি (Pause) থাকলে হালহেড তাকে বলেছেন 'দ্বিপদী'। কিন্তু পয়ারের পংক্তিতে কোথায় যতি স্থাপন ক'রে কিভাবে তার দু'টি পদ গঠিত হবে, তা তিনি বলেন নি। তিনি 'একপদী' প্রসঙ্গে বলেছেন :

> Thus a line of 14 syllables, composed of two verses of 7 syllables each, is called একপদী or of one pause ; as
>
> নিজ কর্মের দোষ তোমারে করি রোষ।

এই যুগ্মকে প্রতি পংক্তি গঠিত হয়েছে সাত-অক্ষরে এবং পংক্তিশেষে আছে মিল (rhyme)। এই রীতিতে সাত-অক্ষরের দু'টি পদের সমবায়ে পংক্তিমধ্যে পদযতি (Caesura) ও পংক্তিশেষে মিল দিয়ে 'দ্বিপদী' রচিত হয়েছে এরূপ :

নানাবিধ বসন　　ভূষণ পরিধান।
মূর্তিমতী পৃথিবী　　আইলা বিদ্যমান।।
কন্যা বলি পৃথিবী　　সীতারে ডাকে মনে।
কোলে করি সীতারে　　তুলিল সিংহাসনে।।

[কৃত্তিবাসী রামায়ণ : উত্তরকাণ্ড]

এখানে ১৪-অক্ষরের পংক্তি ৭+৭ অক্ষরের দু'টি পদে বিভাজ্য। কিন্তু এভাবে 'উভয় পংক্তিতেই সাত-অক্ষরের পরে যতি' দিয়ে পয়ার-শ্লোক রচনা সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন যে, 'সাত অক্ষরের পরে যতি স্থাপন এ-ছন্দের স্বভাববিরুদ্ধ।' (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ : ৩৪ পৃষ্ঠা।) হালহেড বলেছেন :

A distich having two pauses in each line of 14 syllables is called দ্বিপদী as :-

পদ্য সঙ্গে　　গাঁথে রঙ্গে　　স্থলপদ্য ভাল।
মাঝে মাঝে　　গন্ধরাজে　　আর করে আল।।

এই যুগ্মকের প্রতি ১৪-অক্ষরের পংক্তিতে দু'টি যতি (two pauses) রয়েছে ব'লে হালহেডের ধারণা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে পংক্তিতে চতুর্থ অক্ষরের পরে উপযতি (secondary pause), অষ্টম অক্ষরের পরে অর্ধযতি (medial pause) ও চতুর্দশ অক্ষরের পরে পূর্ণযতি (verse pause) পড়েছে এবং চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে মধ্যমিল (internal rhyme) ও চতুর্দশ অক্ষরে অন্ত্যমিল রয়েছে। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর 'কাব্যনির্ণয়' (১৮৬২) পুস্তকে এরূপ পদ্যবন্ধকে বলেছেন 'তরল পয়ার'। তার পংক্তিতে যদি চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে অনুপ্রাস (alliteration) থাকতো, তা হ'লে তার নাম হতো 'মালঝাঁপ' পয়ার।

লাতিন চতুঃপদিক আনাপেস্ট এবং সংস্কৃত তোটক একই প্রকৃতির ছন্দ। হালহেড বলেছেন :

Another sort of distich is called তোটক ছন্দ and consists of 12 syllables with an anapaestic measure.

নৃপনন্দন কাম-রসে রসিয়া।
পরিধান-ধুতি পড়িছে খসিয়া।।

কিন্তু হালহেডের উদ্ধৃত এই দৃষ্টান্তটি ছন্দোদুষ্ট। বারো-অক্ষরের ঘরানা তোটক ছন্দের প্রতি পংক্তিতে ৪টি অন্ত্যগুরু 'স'-গণ (VV—) থাকে ; [যস্য পাদে সকারা ভবন্তি, তদ্বৃত্তং তোটকং নাম।। পিঙ্গলাছন্দঃসূত্রম্।] কিন্তু ভারতচন্দ্রের রচিত এই পদ্যাংশের কোনো কোনো পাদে অনবধানতাবশতঃ ত্রিলঘু 'ন'-গণ (VVV) এবং লঘুমধ্য 'র'-গণ (—V—) স্থান পেয়েছে ; যথা :

VV—VV —V V— VV—
নৃপনন্দন কাম-রসে রসিয়া ।

V V—V VV V V— VV—
পরিধান-ধুতি পড়িছে খসিয়া ।।

VV— VV— VV— VVV
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল ।

V V— —V —V V— V VV
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল ।।

[বিদ্যাসুন্দর : 'বিহারারম্ভ']

উপরের দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় 'গণ' ত্রিলঘু এবং চতুর্থ পংক্তির দ্বিতীয় 'গণ' লঘুমধ্য। তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির শেষ অক্ষর বিকল্পে গুরু ধ'রে গণ্য। [বিজ্ঞেয়-মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন ।। শ্রুতিবোধঃ]

তোটক দ্বাদশাক্ষরা জগতী গোত্রের ছন্দ; তা কদাচ একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুভ গোত্রে পড়ে না। কিন্তু হালহেড বলেছেন :

> Sometimes, the তোটক has but 11 Syllables, and then is dactylic with a trochee at the end; as

কি ব্যাধি জন্মিল হিয়ার মাঝে।
চাঁদের কর শর হেন বাজে ।।

এটি ১১-অক্ষরের একাবলী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যে এর অবিকল নজির :

বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে।
খনেকে তোর হ এ আন চিতে ।।

[বংশী খণ্ড]

রাধাক বুলিল নিঠুর বাণী।
নাগর-বর দেব চক্রপাণী ।।

[রাধা-বিরহ]

এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, সংস্কৃত ত্রিষ্টুভ ছন্দের আদল ধরেই বড়ু চণ্ডীদাস বাংলায় এই ছন্দোবন্ধের প্রবর্তন করেন।

হালহেড একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দোবন্ধকে Lyric measure এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, যতি ও মধ্যমিলের সংখ্যা ধ'রেই এ-সব নামকরণ হয়েছে। ছন্দঃপংক্তিতে দু'টি মধ্য যতি এবং ১৪-অক্ষরের অধিক থাকলে তার নাম হয় ত্রিপদী।

তিনি বলেছেন :

> But if the distich have two internal pauses, and consist of more than 14 syllables in a line is called ত্রিপদী or of three pauses; as in this of 20 syllables :

পার্থ মহাবীর হইল অস্থির পুত্রের মরণ শুনি।
হাহা পুত্র মোর এক ধনুর্দ্ধর বীরগণ চূড়ামণি।।

এখানে পংক্তিতে ৬+৬+৮ অক্ষর আছে, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ অক্ষরের পর মধ্যযতি এবং বিংশতি অক্ষরের পর পূর্ণযতি পড়েছে; তদুপরি ষষ্ঠ ও দ্বাদশ অক্ষরে মধ্যমিল ও শ্লোকের শেষে পংক্তিমিল রয়েছে। হালহেড বলেছেন যে, সকল বৃহদাকার কাব্যেই ছন্দোরীতিতে নূতন প্রাণ সঞ্চারের অভিপ্রায়ে অথবা বিশেষ কোনো ভাব ও আবেগ প্রকাশের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করা হয়। তিনি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখিয়েছেন যে, মহাভারতের দ্রোণ-পর্বে অভিমন্যু-বধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সনাতন পয়ার ছন্দে; কিন্তু সহসা তা ভেঙে অর্জুন-বিলাপ শুরু হয়েছে 'পার্থ মহাবীর হইল অস্থির ইত্যাদি' দিয়ে ত্রিপদীতে। হালহেডের উদ্ধৃত এই ছোট আকারের ত্রিপদীর সুপ্রচলিত নাম লঘু-ত্রিপদী (Short triplet)। তিনি অন্যান্য প্রকার ত্রিপদীর পরিচয় দিয়েছেন এরূপ :

> Other treepodees have 7 syllables in each of the internal pauses and others 8, with 10 in the concluding one; but are all formed upon the same principle.

হালহেডের মতে, ৭+৭+১০ অক্ষরে এবং ৮+৮+১০ অক্ষরে আর দুই রকম ত্রিপদী রচিত হয় এবং সেগুলিতে একইআদর্শে যতি ও মিল থাকে। তিনি সেই দুই প্রকার ত্রিপদীর কোনো দৃষ্টান্ত দেন নি। নিম্নে সপ্তাক্ষরিক ত্রিপদীর দু'টি শ্লোক তুলছি :

শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণ ভূমির পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ রচিলা চারুপদ,
গান শ্রীমুকুন্দ কবিবর।।
[কবিকঙ্কণ চণ্ডী : 'হর-গৌরীর বিবাহ']

হইল বহু নিশি প্রকাশ হয় দিশি
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব ডাকিছে অলি সব
অনলে দেও দেহ জ্বালিয়া।।
[ভারতচন্দ্র : রসমঞ্জরী, 'উৎকণ্ঠিতা']

উপরের প্রথম উদাহরণে ৭+৭+১০ অক্ষর-ভাগে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ৭+৭+৭+৩ অক্ষর-ভাগে পংক্তি গঠিত হয়েছে। উভয় উদাহরণে সপ্তম

ও চতুর্দশ অক্ষরে মধ্যমিল রয়েছে। প্রথম উদাহরণে সপ্তম, চতুর্দশ ও বিংশতি অক্ষরের পরে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে সপ্তম, চতুর্দশ ও একবিংশতি অক্ষরের পরে মধ্যযতি পড়েছে। কিন্তু এরূপ শ্লোক বাংলা কাব্যে অতিশয় বিরল। এই রীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে ৭+৭+৭+২ অক্ষরের চাল ; তার আদর্শ :

কহেন দেবী সুপর্ণী কোথা লো চন্দ্রমুখী
এস লো পদ্মমুখী রামা।
আছিলা স্বর্গবাসী শাপে ভূতলে আসি'
ভুলিয়া নাহি চিন আমা।।

[ভারতচন্দ্র : মানসিংহ, 'অন্নদার পূজা']

এর পংক্তিতে সপ্তম, চতুর্দশ ও একবিংশতি অক্ষরের পরে পদযতি পড়েছে এবং সপ্তম ও চতুর্দশ অক্ষরে অনুপ্রাস রয়েছে। মধুসূদন বাচস্পতি-প্রণীত 'ছন্দোমালা' (১৮৬৮) গ্রন্থে এই মাঝারি আকারের ত্রিপদীর নামকরণ করা হয়েছে 'নর্ত্তক-ত্রিপদী'। নিম্নে ৮+৮+১০ অক্ষরের ত্রিপদী তুলছি :

রথ রথী ঘোড়া সাজে নানা জাতি বাদ্য বাজে
পুনি সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জয় হুলাহুলি করে সভে কোলাকুলি
সর্বলোক আদি ঋষি মুনি।।

[কৃত্তিবাসী রামায়ণ : অযোধ্যাকাণ্ড]

এর পংক্তিতে অষ্টম ও ষোড়শ অক্ষরে মধ্যযতি ও মধ্যমিল এবং ষড়বিংশতি অক্ষরে পূর্ণযতি ও অন্ত্যমিল রয়েছে। এই বড় আকারের ত্রিপদীর সুপ্রচলিত নাম দীর্ঘ-ত্রিপদী (Long triplet)। হালহেড চৌপদী-বন্ধের পরিচয় দিয়েছেন এরূপ :

> If there are three internal pauses rhyming together, besides the concluding part, the distich is then denominated চৌপদী, as :—

আ গো মরা যাই লইয়া বালাই কূলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া উহারে লইয়া যাই পলাইয়া সাগর-পারে।।

[বিদ্যাসুন্দর : 'সুন্দর-দর্শনে নাগরীগণের খেদ']

এর পংক্তিতে ৬+৬+৬+৫ অক্ষর আছে এবং ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অক্ষরে মধ্যযতি ও মধ্যমিল রয়েছে। এই ছন্দোবন্ধের সুপরিচিত নাম লঘু-চৌপদী। নিম্নে দীর্ঘ-চৌপদী তুলছি :

হায় কে দেখেছে কবে দুই চাঁদ এক নভে,
সেহেলি সখীরা সবে মূক বাণীহারা ;
কাহারে ছাড়িয়া কারে দেখিবে, বুঝিতে নারে,
স্তব্ধ অচপল-গতি তাই আঁখি-তারা।

[নজরুল ইসলাম : মরু-ভাস্কর, 'সম্প্রদান']

এর পংক্তিতে ৮+৮+৮+৬ অক্ষর আছে ; অষ্টম, ষোড়শ ও চতুর্বিংশতি অক্ষরের পরে পদযতি পড়েছে এবং অষ্টম ও ষোড়শ অক্ষরে অনুপ্রাস রয়েছে। এখানে পংক্তির চতুর্থ পদটি অপূর্ণ, তাতে ৬-অক্ষর আছে ; তা ৭-অক্ষরে গঠিত হ'লে ছন্দোবন্ধের নাম হয় 'ললিত চৌপদী'। পূর্ণ-চৌপদীর প্রতি পংক্তিতে থাকে চারটি পূর্ণ-পদ ; যেমন :

কল্পতরু তায়　　কিবা শোভা পায়,　　ফল ধরে যা'য়　　ধর্ম মোক্ষ আদি।
পত্র পুষ্প তার　　ভক্তিতত্ত্ব সার,　　কেহ নাহি আর　　তাহাতে বিবাদী ॥

[শ্যামাচরণ দ্বিজ : কৌতুক-বিলাস, 'ব্রহ্মলোক-বর্ণন']

অঙ্কুশাভয়-বর　　পাশ-সজ্জিত কর
সর্বমঙ্গলা সতী　　জীব-দুঃখ বিনাশে।
সদা সুহাস্য-যুতা　　এখানে বিরাজিতা,
স্নেহ জাগায়ে ভবে　　সতী মম বিকাশে ॥

[হেমচন্দ্র : দশমহাবিদ্যা, 'ভুবনেশ্বরী']

কোথারে সুনীল দিশে　　বনান্তে রয়েছে মিশে
অনন্তের অনিমিষে　　নয়ন নিমেষ-হারা :
দূর হ'তে বায়ু এসে　　চলে যায় দূর-দেশে,
গীত-গান যায় ভেসে'　　কোন্ দেশে যায় তারা।

[রবীন্দ্রনাথ : কড়ি ও কোমল, 'বনের ছায়া']

উপরের প্রথম উদাহরণে ষড়ক্ষরে, দ্বিতীয় উদাহরণে সপ্তাক্ষরে এবং তৃতীয় উদাহরণে অষ্টাক্ষরে প্রতিটি পদ গঠিত। পংক্তি-মধ্যে প্রতি পদের পরে পদযতি এবং পংক্তি প্রান্তে পূর্ণ যতি পড়েছে। প্রথম ও তৃতীয় উদাহরণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে পরস্পরে মধ্যমিল রয়েছে। প্রতি শ্লোকের দুই পংক্তিতে আছে অন্ত্যমিল।

হালহেড বাংলা গীত রচনার রীতি (গীত or elegiac style of writing) একটা পৃথক শ্রেণীর ছন্দোরীতি ব'লেই মনে করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, সেই রীতি এত অধিক শিথিল ও যথেচ্ছ (so very loose and arbitrary) যে, তিনি তার গঠনগত কোনো নিয়ম নিরূপণ করতে পারেন নি। তবে তিনি সাধারণভাবে দেখেছেন যে, সমগ্র গীত-রচনায় পূর্বাপর একই মিল ব্যবহার করা হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন যে, ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে রচিত অধিকাংশ পদ্যরচনা—যেগুলি ব্রাহ্মণ কথকেরা সমবেত শ্রোতাদের সামনে আবৃত্তি করে অথবা সুরে-তালে গেয়ে থাকে, সেগুলিতে প্রায়শঃ অর্ধপংক্তি বা যুগ্মপংক্তি আকারের 'ধুয়া' জুড়ে দেওয়া হয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী সেই 'ধুয়া' বিশেষ বিরতির সময়ে সমস্বরে গেয়ে থাকে,—এই 'ধুয়া' সর্বদা রচনার অবশিষ্ট পাঠের ছন্দে বিরচিত হয় না, তার স্বকীয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ছন্দ থাকে।

হালহেড যে বাংলা গীতিকবিতার ছন্দোরীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হন নি, তার কারণ তিনি সংস্কৃত ছন্দের মাপকাঠিতেই তৎকালীন বাংলা গানের ছন্দঃধ্বনির পরিমাপ করতে গিয়েছিলেন। অথচ সেকালে বাংলা গান সচরাচর বিরচিত হয়েছে লোকজ স্বরবৃত্ত ছন্দে। রামপ্রসাদের গানে, বাউলের গানে, যাত্রাওয়ালাদের গানে,

খেমটা-গানে, বিয়ের গানে এবং ঘুম-পাড়ানী গানে এই লোকছন্দেরই প্রাধান্য। এই লোকরীতির ছন্দ (folk style metre) নিয়ে গবেষণা করবার আগ্রহ যেমন হালহেডের পূর্বসূরী নরহরি চক্রবর্তীর ছিল না, তেমনই ছিল না তাঁর উত্তরসূরী রামমোহন রায়েরও। তাই 'ছন্দঃসমুদ্র'-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর সুরেই 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-প্রণেতা রামমোহন রায় বলতে পেরেছিলেন যে, 'গৌড় দেশে, না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড়দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তমরূপে আছে।' রামমোহন বাংলা কবিতায় ও গানে 'পদ-সকলের ধ্বনির পরস্পর লঘু-গুরু-ভেদে আনুপূর্বিক বিন্যাসের জ্ঞান' লাভ করতে গিয়েই এরূপ বিড়ম্বিত হয়েছিলেন। হালহেড তাঁর আলোচনার গোড়াতেই এই ভ্রম করেছিলেন যে, বাংলা ছন্দোবন্ধগুলি সর্বতোভাবে সংস্কৃত থেকে ধার-করা (The Bengali measures are altogether borrowed from the Sanscrit)। এই পরম ভ্রান্তির শিকার যদি হালহেড না হতেন, তা হ'লে তাঁর কাছে 'বাংলা সঙ্গীতের মর্মের কথা রূপ ধরে ফুটে' উঠ্‌ত,—তিনি তাঁর সহজাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তৎকালীন বাংলা গীতিকবিতায় দেখতে পেতেন বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ এবং এই দেশজ ছন্দের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি লোকচ্ছন্দের নিয়ম-শৃঙ্খলা আবিষ্কারের প্রয়াস না পেলেও সাধুরীতির ছন্দ নিয়ে যে প্রাথমিক পর্যালোচনা করেছেন এবং তার একটা সুশৃঙ্খল প্রণালীগত পরিচয় দিতে পেরেছেন, তাতেই তিনি বাংলা ছন্দ-বিচারের ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃৎ-রূপে মহৎ মর্যাদার আসন লাভের অবিসম্বাদিত অধিকারী হয়েছেন।